S¡j¡u¡a ¢L HL¢V p¿¡p£ cm ?

ডালিয়া সাত্তার

বেশ কিছুদিন ধরে বিশ্বের নামকরা পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হিসাবে আখ্যায়িত করে একের পর এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাদের সন্দেহ, অনুমান ও প্রচারণার মূল তীরটি বর্তমান সরকারের প্রধান শরীক দল জামায়াতে ইসলামীর দিকে তাক করা। যেহেতু অভিযোগটি অত্যন্ত মারাত্নক এবং এ অভিযোগ একদিন পুরো দেশটাকে আন্তর্জাতিক আক্রমন ও অবরোধের দিকে ঠেলে দিতে পারে, তাই নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার যে, জামায়াতে ইসলামী প্রকৃতপক্ষে একটি সন্ত্রাসী দল কিনা। যদি দলটি বাস্তবেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ লালন করে থাকে, তাহলে সরকারকে অতি দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এগিয়ে আসতে হবে আইনী লড়ায়ের জন্য। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের আইন সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না এবং এদেশের অধিকাংশ শীর্ষ আইনজীবি জামায়াতের ঘোর বিরোধী। ফলে, এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

অন্যদিকে যদি প্রমাণিত হয় যে, জামায়াত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়, তাহলে বিশ্বকে তা খোলাখুলি জানিয়ে দেয়া উচিৎ। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে লুকোচুরি খেললে তা দেশের জন্য চরম দূর্দশা বয়ে নিয়ে আসবে। ইতোমধ্যেই প্রবাসীগন এর ফল পেতে শুরু করেছেন।

জামায়াতের ইতিপূর্বেকার সন্ত্রাসের নজীরঃ

বাংলাদেশের ভূখন্ডে জামায়াত কাজ করছে প্রায় পনচাশ বছর ধরে। এ সময়ে দলটি বেশ কয়েকবার চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েছে। সবথেকে খারাপ অবস্থায় পড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। স্বাধীনতা যুদ্ধে একীভূত পাকিস্থানের পক্ষ অবলম্বন করায় স্বাধীনতার পর তাদের উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। সে নির্যাতন ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তি ও দলের উপরও বিস্তৃত হয়। এ নির্যাতনের মোকাবেলায় অনেক সমাজতান্ত্রিক দলই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। জামায়াতের উপর নির্যাতনের মাত্রা সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর থেকে অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া জামায়াত ছিল তাদের থেকে অনেক বেশী বড় ও শক্তিশালী। এরকম পরিস্থিতিতেও জামায়াত অস্ত্র হাতে তুলে নেয় নি।

বিগত সরকারের সময় অনেকগুলি আলোচিত ও রহস্যময় বোমা হামলার ঘটনা বাংলাদেশে ঘটানো হয়। প্রতিটি ঘটনা ঘটার সাথে সাথে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে জামায়াতকে দায়ী করে বিবৃতি দেয়া হয়েছিল। অথচ, সরকারই যখন মামলা দায়ের করেছে তখন কোনটিতেই জামায়াতের কাহাকেও আসামী করা হয় নি।

সাম্প্রতিক সেনা-অভিযান এবং প্রকৃত সন্ত্রাসীদের রূপঃ

সাম্প্রতিক সেনা-অভিযান (সরকারের ভাষায় যৌথ অভিযান) চলার একদিন পর ভারতীয় টিভি চ্যানেল ইটিভি-বাংলা তাদের রাতের সংবাদে বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনী নিয়োগের উপর একটি রিপোর্ট প্রচার করে। তাতে বলা হয় যে, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের কারনে সরকারের টনক নড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ দমনে দেশটি সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে জামায়াত ও ইসলামপন্থীদেরকে যেভাবে সন্ত্রাসী হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে, তাতে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, এদের লুকানো অস্ত্রভান্ডারগুলো এবার জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়বে। এধারণা আরও শক্তিশালী হয় যখন দেখা যায় যে, সেনাবাহিনী কোনরকম পক্ষপাত করছে না। যার ফলে সরকারীদলীয় নেতা-কর্মীরাই অধিক সংখ্যায় গ্রেফতার হচ্ছে। সেনা হেফাজতে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই সরকারদলীয়। প্রথমকদিনের সেনা অভিযানে জামায়াতের কোন নেতা-কর্মীকে আটক না করায় পত্র-পত্রিকায় এধরনের প্রচারণা চালানো হয় যে, এর ফলে সেনা অভিযানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। বিষয়টি যেন এমন যে, আনুপাতিকহারে প্রত্যেকদলের নেতা-কর্মীকে আটক করতে হবে।

এত চাপের পরেও জামায়াত নেতা-কর্মীদের আটকের ঘটনা খুবই কম। এ বিষযটি নিয়ে আমি বিভিন্ন পরিমন্ডলে - অফিসে, পারিবারিক আড্ডায় আলোচনা হতে শুনেছি। আমার একজন সিনিয়র সহকর্মী বললেন, আমার এলাকার সন্ত্রাসীদের আমি চিনি, তাদের কেউই জামায়াতের নয়। তাহলে শুধূ শুধু কেন তাদেরকে ধরবে।

সাম্প্রতিক সেনা অভিযান আমাদের রাজনীতিকদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। বরেণ্য নেতা, সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনার - এদের বাড়ী থেকে মারাত্মক অস্ত্রশসস্ত্র, গোলা-বারূদ ইত্যাদি উদ্ধার করা হচ্ছে। সম্প্রতি একজন কুখ্যাত শীর্ষ সন্ত্রাসী ধরা পড়ে এবং পুলিশ তাকে মেরে ফেলে আরও খবর বেরিয়ে পড়ার আশংকায়। তবে যা জানা গেছে, তাই অত্যন্ত মারাত্মক। একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল সাংস্কৃতিক কর্মী সাজিয়ে। সাবেক রাস্ট্রপতি এরশাদকে সে বাবা বলতো।

কওমী মাদ্রাসা ও জামায়াতঃ

বিশ্ব জুড়ে প্রচারণা চলছে যে, মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসী তৈরীর আখড়া। অন্যদেশের কথা জানিনা, তবে বাংলাদেশের জন্য যে কথাটি কত বড় মিথ্যা তা সাম্প্রতিক সেনা অভিযান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া যে কওমী মাদ্রাসাগুলোর কথা বলা হচ্ছে, শুরুথেকেই তারা জামায়াতের ঘোর বিরোধিতা করে আসছে। তারা জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতাকে কাফির ফতোয়া দেয় এবং জামায়াত নেতা-কর্মীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকে নাযায়েজ ঘোষণা করে। তাদের সাথে মিলে জামায়াত একটি জঙ্গী বাহিনী গড়ে তুলবে - এ আইডিয়া যে কত হাস্যকর তা পাঠক-পাঠিকাগন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

জামায়াতকে দূর্বলীকরণ করার পরিনামঃ

মানবদেহের এন্টিবডি যেমন শরীরকে রোগ-জীবানু থেকে রক্ষা করে, তেমনি মানবসমাজের সৎ, মূল্যবোধ সম্পন্ন ও আইন-মান্যকারী অংশটি একটি সমাজকে দূবৃত্তায়ন থেকে রক্ষা করে। তারা উদাহরন সৃষ্টি করে মূল্যবোধের ধ্বসকে প্রতিহত করেন।

আমাদের দেশে যেভাবে দূবৃত্তায়ন ঘটেছে তাতে কার্যতঃ আমরা অপরাধীদের দ্বারাই শাসিত হচ্ছি। এ পরিস্থিতিতে সমাজের এন্টিবডি অংশকে শক্তিশালী না করে বরং দূর্বলীকরণ করলে আমরা দারিদ্র, সন্ত্রাস ও পরাধীনতার এক অকল্পনীয় গহ্বরে নিপতিত হবো।

অপরদিকে বর্তমান বিশ্ব খুব দ্রূত একটি সংঘর্ষময় পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমেরিকা-ইসরাইল-ভারত চক্রের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারনে গোটা মুসলিম বিশ্ব বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। লক্ষণীয় যে, যেখানে শক্তিশালী ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন নেই, সেখানে এই বিক্ষোভ বিচ্ছিন্ন সহিংস আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। এদেশর সবথেকে নিয়মানুবর্তী রাজনৈতিক সংগঠনকে ধ্বংস করার পরিণাম হতে পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষুব্ধ গ্রুপ। তা আমাদের বা বিশ্ববাসীর কারো জন্যই কল্যাণকর হবে না।